THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য
আমার সুরক্ষা
আমার দায়িত্ব

বরেন্দ্র প্রবাহ

COVID-19

৩৮ বনছায়া, ফিরোজাবাদ, সপুরা, রাজশাহী।
WWW.FACEBOOK.COM/
THP RAJSHAHI REGION
CONTACT NO: 01724244780

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার

১ম বর্ষ * ৮ম সংখ্যা * সোমবার, ১৭ আগস্ট ২০২০

সবাই যদি হন যুক্ত,
গ্রাম হবে করোনামুক্ত

ধোরসা সবাই যেখানে যুক্ত, গ্রামটি করোনামুক্ত

নেতাকে সৎ ও আত্মসচেতন হতে হবে। সৎ ও দক্ষ নেতৃত্বের গুণে কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে সমাজ। আর নেতৃত্ব বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও। বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ দশকে নারীর অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ক্ষমতায়নও হয়েছে, তবে তা অগ্রগতির সমানুপাতে হয়নি। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, পুরুষাধিপত্যপ্রসূত হয়রানি ও নিপীড়ন এবং নারীর চলাফেরায় নিরাপত্তার অভাব এখনো প্রকট। লিঙ্গসমতার ধারণা এখনো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। গত দুই-তিন দশকে একটা পশ্চাত্মুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে মূলত উগ্র ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির কারণে। এ প্রবণতা শেষ পর্যন্ত নারীমুক্তির অন্তরায়। পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত রয়েছে। একদল প্রশিক্ষিত আত্ম-প্রত্যয়ি নারী সমাজের সামগ্রীক পরিবর্তন সাধনে নিবেদিতভাবে কাজ করে চলেছেন। তাদেরই একজন ছানোয়ারা বিবি।

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলাধীন বাঁকশিমইল ইউনিয়নের ধোরসা গ্রামে ছানোয়ারার বসবাস। নিজেকে জয় করতে ১৬৬তম নারী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। করোনার সামাজিক সংক্রমন শুরু হলে নিরবে বসে থাকতে পারেননি আত্ম-প্রত্যয়ি নারী ছানোয়ারা। তিনি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে নিজের গ্রাম উন্নয়ন দলের সভার মাধ্যমে গ্রামের সকল মানুষকে যুক্ত করেছেন। ৯ সদস্যের করোনা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন। গ্রাম উন্নয়ন দল ও করোনা ব্যবস্থাপনা কমিটি ক্রান্তিকালে মানুষের নিরাপত্তা বিবেচনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ছানোয়ারার নেতৃত্বে মানুষকে সম্পৃক্তকরণ, সচেতনতাবৃদ্ধি, হোম কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, নারী, শিশু ও বয়স্কদের সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা গৃহিত হয়।

ধোরসা গ্রাম উন্নয়ন দল এবং করোনা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেছেন। মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ৩০০টি লিফলেট বিতরণ করেছেন। লিফলেটের লিখাগুলো পড়ে শুনিয়ে নারীদের করোনা ভীতি দুর করে সচেতন থাকতে সাহস যুগিয়েছেন। পানবরজের শ্রমিক, ভ্যান চালক, কৃষি শ্রমিক,ব্যবসায়ি, দোকানদার সকলের মুখে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। এগ্রামের সকল মানুষের মাস্ক ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করেছেন। সাবান দিয়ে বার বার হাত ধোয়ার অভ্যাস খুব ভালো ভাবেই মানুষ আয়ত্ব করেছেন। এখানকার ৫০টি পরিবারের মাধে সাবান এবং মাস্ক বিতরণ করেছেন। মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছেন কি না, করোনা ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য এবং গ্রামের তরুণরা তা প্রত্যক্ষ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ছানোয়ারার কাছে রিপোর্ট করে।

এরকম অসংখ্য অভিযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছেন তিনি। ধোরসা বাজারের প্রত্যেক দোকানে সওদা কেনা বেচার ক্ষেত্রে উভয়ের মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছেন। ফলে এখন আর বলতে হয়না, সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বাইরে বের হবার ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান করছেন। এলাকায় গুজব এবং অপতথ্যে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আতংকগ্রস্থ মানুষকে গুজবে কান না দিতে প্রত্যেক পাড়ায় সচেতনতাবৃদ্ধিল উদ্যোগ নিয়েছেন। মসজিদে ইমামকে দিয়ে গুজব এবং বিভিন্ন অপপ্রচারে কান না দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই গ্রামের প্রায় সকল মানুষ যুক্ত থাকার ফলে, নিজেদের মালিকানায় কর্মহীন হয়ে পড়া ২৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ১৭টি পরিবারকে খাদ্যবান্ধক কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করেছেন। সংকটকালিন সময়ে নারী, শিশু এবং বয়স্কদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। বাল্যবিয়ে, নারী নির্যাতন কিংবা মানুষকে কেউ যেন অবজ্ঞা না করে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। গ্রামের ২টি পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেছেন। কোয়ারেন্টিনে থাকা পরিবরগুলোকে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করেছেন। গ্রামের ২জন সম্ভাব্য করোনা রোগীর পরীক্ষা নিশ্চিত করেছেন। তাদের নেগেঠিভ এসেছে এবং এখন পর্যন্ত এই গ্রামে কেউ করোনায় আক্রান্ত হননি।

ছানোয়ারা বিবি ও ধোরসা গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তোলার মিশনে নার্গিস আরা, মুন্নী, শিউলী, মোমেনা, জুলেখা, সাবিনা, মুরশিদা কোহিনুর উদ্যোগী ভুমিকা পালন করেন। তাদের গঠনমূলক নেতৃত্বে সরকারের বৈশ্বিক অঙ্গিকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ধোরসা গ্রাম ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে মানুষ তাদের কথা কর্ণপাত না করলেও বার্তার গুরুত্ব এবং সময়োপযোগি পদক্ষেপের কারণে সকলের আস্থা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছেন ধোরসা গ্রাম উন্নয়ন দল।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের নারীসমাজ এখনো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার। শিল্পক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের বঞ্চনা আলোচিত বিষয়। যৌতুক প্রথা, বাল্যবিয়ে, ধর্মীয় কুসংস্কার, পরিবারে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য প্রভৃতি নারী অগ্রগতির পথে বড় বাধা। এসব অতিক্রম করার নিরন্তর চেষ্টা চলছে। সামাজিক চিত্র বদলে ফেলার এখনো অনেক বাকি। সরকার সিডও সনদসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদে স্বাক্ষর করেছে। তার পরও কেন পিছিয়ে থাকবে নারীরা? নারীর আরো উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর তা বাস্তবায়নে প্রত্যয়, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। নারীর জন্য সমমর্যাদায় কর্মে নিযুক্ত হওয়া এবং স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আয়বৈষম্য কমাতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বদল ঘটাতে হবে। তাহলেই নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে।

উপদেষ্টামন্ডলি: মিজানুর রহমান, আল-আমীন মিয়া, জাহিদুল ইসলাম রাসেল, মাসুম রাসেল
সম্পাদনা: আসির উদ্দীন
সম্পাদনা সহযোগি: রাজশাহী অঞ্চলের সকল স্বেচ্ছাব্রতি ও সহকর্মীবৃন্দ
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চল

আসুন, সবাই মিলে শপথ করি,
করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি।